EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট এর বক্তব্য

বেক্সিমকো মধ্যাহ্নভোজন

৪ঠা অগাস্ট, ২০১৬

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিত;

মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম;

বেক্সিমকো-র ভাইস চেয়ারম্যান সালমান রহমান, ব্যবস্থাপক-পরিচালক নাজমুল হাসান, এবং প্রধান তথ্য কর্মকর্তা রাব্বুর রেজা;

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ,

আসসালামু আলাইকুম এবং সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। আজকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউইটিক্যালস লিমিটেড-এর টঙ্গি কারখানায় আমার সফর খুবই ফলপ্রসূ ও তথ্যমূলক হয়েছে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ মূহুর্তকে আপনাদের সাথে উদযাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

আমি বেক্সিমকো গ্রুপ ও বেক্সিমকো ফার্মা-এর আয়োজক সালমান রহমান, নাজমুল হাসান এবং রাব্বুর রেজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) থেকে আনুমতি পাওয়া সময় সাপেক্ষ ও দুরূহ প্রক্রিয়া। এফডিএ-র কাজ হল আমেরিকান ভোক্তাদের সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা। আজকে বাংলাদেশ যে এফডিএ-র আনুমতি প্রাপ্ত ওষুধ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করার ক্ষণকে উদযাপন করছে তা বেক্সিমকো-র কঠোর পরিশ্রম ও তাদের পণ্যের গুণগত মানের প্রমাণ।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মুহিত ও নাসিমকে এখানে উপস্থিত থাকায় ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের কথা শোনার অপেক্ষায় আছি।

আমি বেশ কয়েকটি কারখানা পরিদর্শন করেছি কিন্তু এটি ভিন্ন মাত্রার, কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের রাপ্তানি অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ। বেক্সিমকো ফার্মা-র শিল্প কারখানার রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি, বিশ্ব মানের সরঞ্জাম, এবং প্রশিক্ষিত পেশাজীবী।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নতি করতে হলে এ দেশের জন্য জরুরী অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য ও মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে উপরের দিকে যাওয়া। সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা এ জাতীয় শিল্প কারখানা এ লক্ষ্য অর্জনে মূল ভূমিকা রাখতে পারে।

ওষুধ শিল্প সম্ভবত বাংলাদেশে সর্বাধিক তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর রপ্তানি শিল্প। যদিও এই শিল্পখাত এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের শতকরা ১ ভাগ জিডিপি-র যোগান দেয়।

আমি জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে ওষুধ শিল্পের আরো অবদান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর অন্যান্য শিল্পের বৃদ্ধি আশা করছি।

আজকে আমরা একটি বড় মাপের অর্জন উদযাপন করছি। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আরও কাজ প্রয়োজন, বিদেশী বিনিয়োগ, বাংলাদেশে তাদের মূলধন ও প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বেক্সিমকো-র মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার পরিবেশ উন্নতি করতে হবে। বাংলাদেশকে অবশ্যই ওষুধ শিল্পের প্রবৃদ্ধির জন্য ভিত্তি প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে "বুদ্ধিবৃত্তিক মালিকানার" সুরক্ষা শক্তিশালী ওষুধ শিল্প গড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জঙ্গী হামলার প্রেক্ষিতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরদের পুনরায় আশ্বস্ত করতে সরকারকে কাজ করে কারখানাগুলো এবং ব্যক্তিদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে তারা সব ধরনের যথাযথ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে । যার অর্থ কোন হামলার পর সরকারের কাছ থেকে স্বচ্ছ, কর্তৃত্ববাদী বার্তা প্রেরণ যা জনগণকে পুনরায় আশ্বস্ত করবে এবং নতুন ধরনের এই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সরকারের স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ মনযোগ দেওয়া । আরো বিনিয়োগ আনতে এবং মধ্যম আয়ের দেশের পরিণত হতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে একটি নিরাপদ ও স্থিতীশীল বাংলাদেশ অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে বাংলাদেশ একটি সহিষ্ণু দেশ এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে অতীত সংকটকালীন সরকার, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর একসাথে কাজ করার মাধ্যমে যে সফল কৌশলের উপর নির্ভর করেছে এই দেশটি তা অনুসরণ করতে হবে । এমন প্রেক্ষিতে, আমি জন প্রশাসন মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফের বক্তব্য দেখে আনন্দিত যে সব দল জঙ্গীবিরোধী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ।

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-5566-2000
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

আজকের দিনটি দুই অংশীদারের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কেরও দিন, এবং নতুন এই বাণিজ্য সম্পর্ক বাংলাদেশের সফল অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য আমার দেশের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী ভোট । যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার এবং আগামী বছরগুলোতে দ্বি-মুখী বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে দ্বি-মুখী বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির প্রকৃত বিজয়ী আমাদের ভোক্তারা। বাংলাদেশী নাগরিকরা সাধারণত আমেরিকার গম কিনতে পেরে বা যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বিমানে ভ্রমণ করে এই সুবিধা ভোগ করে । এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা ভাল বোধ করে বাংলাদেশে তৈরি উন্নতমানের শার্ট পড়তে পেরে বা বাংলাদেশের চিংড়ী খেতে

আমি বিশেষভাবে গর্বিত যে যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা এখন জীবন বাঁচানো ওষুধ কিনতে পারবেন এবং যে বোতলের গায়ে দেখতে পারবেন "মেড ইন বাংলাদেশ" লেখা।

আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। বেক্সিমকো-র আরও সফলতার জন্য আমার শুভকামনা রইলো।

==========